দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUL 1 6 1999
পৃঃ ১2 কলাম ৭

মুসলিম জনগণের ভোটেই সরকারকে ক্ষমতায় আসতে হয় তাই মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের সিদ্ধান্ত পরিহার করুন

—ছারছীনার পীর

ছারছীনার পীর ছাহেব হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ মঞ্জুরি ও এমপিওভুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে ক্ষতিগ্রস্ত মাদ্রাসাসমূহে পূর্বাবস্থা বহাল রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে পীর ছাহেব বলেন, এবতেদায়ী হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর। দেশে বিপুলসংখ্যক স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু না করে তদূর্ধ্ব স্তরের মাদ্রাসাসমূহে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির দাবী করা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। ধর্মীয় প্রয়োজনে দেশে কিছুদিন পূর্বে যে বিপুলসংখ্যক স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু হয়েছিল সরকারী অর্থানুকূল্য ও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তার অধিকাংশেরই অপমৃত্যু ঘটেছে। অথচ এই মাদ্রাসাগুলো একদিকে প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞান এবং অন্যদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের বাংলা অংকসহ

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ছারছীনার পীর

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাধারণ বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করে আসছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে এবতেদায়ীর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। একটি মুসলিম শিশুকে যে ধরনের শিক্ষাদান প্রয়োজন এবতেদায়ীর পাঠ্যকম সেই চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রণীত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা আজ বিলুপ্তির পথে। অপরদিকে বিজাতীয় ভাবাদর্শপুষ্ট এনজিওসমূহের পরিচালিত আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সয়লাব সৃষ্টি করা হচ্ছে। মুসলমানদের ঈমান ও আমলের পরিপন্থী শিক্ষা থেকে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে সহয়তা করার জন্য তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিনে রেখে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসার অনুরূপ বেতন-ভাতা প্রদান এবং এর শিক্ষার্থীদের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করে এ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

পীর ছাহেব বলেন, বাংলাদেশ শতকরা ৯০ জন মুসলমানদের দেশ। ঈমানে আমলে এ দেশের মুসলমানগণ, পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে ভাল মুসলমান। এর পেছনে রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার অসামান্য অবদান। মুসলমানদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এ শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। ইসলামের দুশমনরা এ কারণেই এ শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার। এ শিক্ষা ধ্বংস করার জন্য চলছে ব্যাপক ষড়যন্ত্র। তিনি বলেন, মুসলিম জনগণের ভোটেই সরকারের ক্ষমতায় আসতে হয়। তাই দেশের জনগণের ঈমান-আকিদা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের সকল সিদ্ধান্ত পরিহার করে মাদ্রাস শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আবেদন জানান।